প্রথম আলো

সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে ফের জটিলতা নম্বর পুনর্বণ্টনের উদ্যোগ!

শরিফুজ্জামান ●

আগামী ২০১০ সালের এসএসসি পরীক্ষা থেকে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির আলোকে বাংলা প্রথম পত্র ও ধর্ম বিষয়ের প্রশ্নপত্র হওয়ার কথা। ২০১১ সাল থেকে সব বিষয়ের প্রশ্নপত্র হওয়ার কথা ওই ধরনের প্রশ্নপত্রের আওতায়।

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা, আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, মুহম্মদ জাফর ইকবাল, মুহাম্মদ ইব্রাহীমসহ সাত সদস্যের কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ২০০৮ সালের এপ্রিলে সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সে সময় কিছু অভিভাবকদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালুর বিষয়টি এক বছর পিছিয়ে দেওয়া হয়।

নতুন এই পদ্ধতিতে প্রতিটি বিষয়ে থাকবে ৬০ নম্বরের সৃজনশীল প্রশ্ন এবং ৪০ নম্বরের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন। কিন্তু এই নম্বর বণ্টন পাল্টে ফেলার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা যায়। সাম্প্রতিক সময়ে আবার কিছুসংখ্যক অভিভাবকদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ওই সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়বিষয়ক সংসদীয় কমিটিও মন্ত্রণালয়কে সৃজনশীল প্রশ্নের বিষয়ে প্রতিবেদন দিতে বলেছে।

জানা গেছে, সৃজনশীল প্রশ্নের ৬০ নম্বরের মধ্যে আবারও পুরোনো ধারার ৪০ নম্বরের রচনামূলক প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। অন্যদিকে ৪০ নম্বরের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন বণ্টনের ধরনও বদলে দেওয়া হচ্ছে। সেখানে ৪০ নম্বরের ৮০ শতাংশ প্রশ্ন আগের মতোই মুখস্থনির্ভর

এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে ফের জটিলতা নম্বর পুনর্বণ্টনের উদ্যোগ!

শেষ পৃষ্ঠার পর

নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে হবে, বাকি মাত্র ২০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্য। মাধ্যমিক শিক্ষা খাত উন্নয়ন প্রকল্প (এসইএসডিপি) এই প্রস্তাবনা তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে। এর ওপর ভিত্তি করে মন্ত্রণালয় দু-এক দিনের মধ্যে সংসদীয় কমিটির কাছে প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে যাচ্ছে।

এসইএসডিপির প্রকল্প পরিচালক রতন কুমার রায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে প্রকল্পের পক্ষ থেকে একটি প্রাথমিক প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এবং মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। তিনি আরও বলেন, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালুর জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তবে দেশে সব শিক্ষকের মান ও যোগ্যতা সমান নয়। মোটামুটি প্রস্তুতি নিয়ে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু না করা হলে ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে এটিকে ঘিরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া থাকবে।

শিক্ষাবিদ জাফর ইকবাল বলেন, প্রস্তুতি যদি পর্যাপ্ত না হয়েই থাকে, তাহলে ২০১০ সালে দুটি বিষয়, ২০১১ সালে পাঁচটি বিষয় এবং ২০১২ সালে সবকটি বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু হতে পারে। কিন্তু সৃজনশীলের নম্বর বণ্টন কাটাছেঁড়া করা হলে তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতি হবে বেশি। তিনি আরও বলেন, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি শিক্ষায় যুগান্তকারী প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ ছেলেমেয়েদের মুখস্থ করতে হবে না, নোট-গাইড পড়তে হবে না এবং কোচিং সেন্টারে যেতে হবে না। এই সুফল পাওয়ার জন্য সবাইকে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, 'কিছু অভিভাবকের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, আমার সন্তান পার হোক, তারপর নতুন পদ্ধতি চালু হোক।' এ রকম মানসিকতা থাকলে কোনো দিনই এটা চালু করা সম্ভব হবে না। প্রতিবছরই পেছাতে হবে। একপর্যায়ে এর পরিণতি হবে একমুখী শিক্ষা চালুর মতো।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান গাজী মো. আহসানুল কবীর বলেন, পর্যালোচনায় দেখা গেছে, বিজ্ঞান ও গণিতে সৃজনশীল প্রশ্ন চালুর ক্ষেত্রে আরেকটু প্রস্তুতি দরকার। কিন্তু সব বিষয়ের নম্বর বণ্টন নিয়ে কাটাছেঁড়া হলে সৃজনশীল প্রশ্ন চালুর লক্ষ্য ব্যাহত হতে পারে।

জানা যায়, সৃজনশীল পদ্ধতিতে একজন শিক্ষার্থীর জ্ঞান, অনুধাবন ও প্রয়োগ স্তর এবং উচ্চতর দক্ষতা যাচাই হওয়ার কথা। প্রশ্নপত্রে তুলে দেওয়া একটি অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে ১০ নম্বরের একটি প্রশ্ন থাকবে। এর চারটি অংশ তথা ক, খ, গ, ঘ এবং মানবণ্টন হবে যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪। মোট ছয়টি প্রশ্নে ৬০ নম্বর থাকবে, বাকি ৪০ নম্বর দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক নৈর্ব্যক্তিক বা ব্যবহারিক প্রশ্নে বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রতিটি প্রশ্ন মৌলিক হওয়ার কথা, অর্থাৎ একবার কোনো প্রশ্ন ব্যবহার করা হলে তা পুনরায় ব্যবহার করা যাবে না। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের নোট-গাইড পড়ার প্রয়োজন হবে না।

অভিভাবক সমন্বয় কমিটির সদস্য সচিব নীপা সুলতানা বলেন, স্বল্পসংখ্যক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়ে এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ছাড়াই এ ধরনের প্রশ্নপদ্ধতি চালু করা হলে ফল বিপর্যয় হবে, ভবিষ্যতে তাঁদের সন্তানেরা ভর্তি, চাকরি ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হবে। তিনি বলেন, কমিটির দাবি হচ্ছে, নবম শ্রেণীতে শুধু বাংলা প্রথম পত্র ও ধর্ম বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন চালু রাখা যেতে পারে, এ ছাড়া গণিত বাদ দিয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন চালুর দাবি জানান তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম বলেছেন, সামগ্রিক বিষয় পর্যালোচনা করে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত নিয়ে এবং শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে মন্ত্রণালয় শিগগির এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।